গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moedu.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৯.০০৮.১৪. ৮৬৬

তারিখ : ২৭ আশ্বিন ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১২ অক্টোবর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) ও ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-স্বাপকম/এনটিসিসি/আইন ও বিধি বাস্তবায়ন/২০১৫ তারিখ: ০৩.৯.১৫ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ৫-৬ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে নাজিমনগর, রিসোর্ট, সিলেট এ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) ও ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মশালায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(ট) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় পরিদর্শনের চেকলিস্টে ধূমপানমুক্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ এবং আলোচ্য আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে পরিপালিত হওয়ার বিষয়টি বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ কর্তৃক নিশ্চিতকরণ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়

০২। বর্ণিতাবস্থায়, উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(অসীম কুমার কর্মকার)
সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৫০৩৪১

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

15 OCT 2015

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-ওএম/৩১-জিএ/২০১৫/ ৫৮৪০৭/৪০০ -জিএ

তারিখ: ২৮/১০/২০১৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক, কলেজ ও প্রশাসন/মাধ্যমিক/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩। অধ্যক্ষ (সকল)--
(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
৪। উপপরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ------------------------------ অঞ্চল, ----------------------
(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
৫। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল), জেলা:------------------------
(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা (মাউশি'র ওয়েব সাইটে আদেশটি প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭। প্রধান শিক্ষক (সকল), --
(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
৮। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল), উপজেলা:----------------------জেলা:----------------------
(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
৯। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
১০। সংরক্ষণ নথি।

(এ টি এম আল ফাত্তাহ)
সহকারী পরিচালক (সা: প্র:)
☎ ৯৫৫৬৪৩২

D:\LETTER\LETTER (INDOS)_NIKOSH.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
১৪/২, তোপখানা রোড (আনসারী ভবন)
Web: www.ntcc.gov.bd

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) ও ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন শীর্ষক কর্মশালার কার্যবিবরণী

সভাপতি : রোকসানা কাদের, অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

তারিখ : ৫-৬ আগস্ট, ২০১৫

স্থান : নাজিমগড় রিসোর্ট, সিলেট

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট 'ক'- তে সংযুক্ত

কর্মশালার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি দু'দিনব্যাপী কর্মশালার সূচনাপর্বে ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধিমালার প্রেক্ষাপট আলোচনায় জানান যে, বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করে। আলোচ্য আইনকে তামাক নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক চুক্তি "ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)"-র সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে -এই আইনের সংশোধন করে ২০১৩ সালে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৩' এবং এরই অনুবৃত্তিক্রমে ২০১৫ সালের ১৯ মার্চ 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫' প্রণীত হয়। আলোচ্য আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং সারাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) আইনটি বাস্তবায়নে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছে।

জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে আলোচ্য আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরকে একযোগে কাজ করতে হবে। আইনের পরিসর ছোট হলেও এর ব্যাপকতা অনেক। এটি সরাসরি দেশের অর্থনীতির সাথে জড়িত। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য খাতে দেশের একটা বড় রাজস্ব আদায় হলেও স্বাস্থ্য খাতে তামাকজনিত রোগে ব্যয়ের পরিমাণ তার চাইতে অনেক গুণ বেশী। এছাড়া জীবন-বিধ্বংসী এ তামাক বহু অকাল মৃত্যুর কারণ এবং পঙ্গুত্বের অভিশাপ বহনকারী অন্যতম একটি বাহক।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০০৯ অনুসারে এদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে ৪৩.৩% জনগণ তামাকজাত দ্রব্য (ধোঁয়াযুক্ত ও ধোঁয়াবিহীন) ব্যবহার করে। এর মধ্যে ধূমপান করে ২৩% মানুষ। তামাক ব্যবহারের কারণে এ দেশে প্রতিবছর ৫৭,০০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং ৩৮২,০০০ জনকে বরণ করতে হয় পঙ্গুত্বের অভিশাপ। বাংলাদেশে মোট তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪ কোটি ৮০ লক্ষ, তন্মধ্যে ধূমপায়ীর সংখ্যা ২ কোটি ২০ লক্ষ। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ধূমপায়ী না হয়েও পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে আরও ৪ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ। অর্থাৎ বাংলাদেশে বর্তমান জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী মানুষ তামাকজাত দ্রব্যের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত। কাজেই তামাকের ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ মেধা ও মননশীলতা প্রয়োগের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে একযোগে কাজ করতে চাই। তারই প্রথম প্রয়াস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহ নিয়ে আমাদের এই কর্মশালা।

শুরুতেই উপস্থিত সকল কর্মকর্তাবৃন্দের পরিচিতি পর্ব সম্পন্ন হয়। পরিচিতি পর্ব শেষে সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কর্মশালা পরিচালনার জন্য জনাব মো: শরিফুল আলম, পরামর্শক, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) -কে অনুরোধ জানান।

সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মো: শরিফুল আলম প্রথম দিনের কর্মসূচি অনুযায়ী প্রথমেই ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইপিডেমিওলজি এন্ড রিসার্চ বিভাগ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট-কে তাঁর নির্ধারিত "Tobacco Burden in Bangladesh"-এর উপর উপস্থাপনা প্রদানের অনুরোধ জানান।

০২। আলোচনা:

তামাক ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকিসমূহ: ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী তাঁর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তামাক ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। ধোঁয়াযুক্ত এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্যক্ষতি, অর্থনৈতিক ক্ষতি/ঝুঁকি ছাড়াও বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য এযাবৎকালে গৃহিত পদক্ষেপসহ ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের একটি রূপরেখা তুলে ধরেন। উক্ত আলোচনায় তিনি এফসিটিসি স্বাক্ষরে, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন এডভোকেসি এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সাধারণ জনগণকে রক্ষার জন্য ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরেন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি তামাকের ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার সামগ্রিক নিষিদ্ধকরণ এবং তামাকের উপর বিভিন্ন করাদি বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট: বন্দনা শাহ, পরিচালক, দক্ষিণ এশিয়া প্রোগ্রাম (সিটিএফকে) "তামাক নিয়ন্ত্রণের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট" বিষয়ে কর্মশালায় তাঁর উপস্থাপনা তুলে ধরেন। তিনি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের চিত্র এবং সফল কেইস ষ্টাডি পর্যালোচনা করেন। এছাড়া ট্যাক্স বাড়ানো, তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সর্তকবাণীর ব্যবহার, তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার সামগ্রিক নিষিদ্ধকরণ, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বহুলাংশে কমবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ধারা এবং উপ-ধারাসমূহ: জনাব আমিন উল আহসান, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় এবং প্রাক্তন সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল তাঁর উপস্থাপনায় তামাক নিয়ন্ত্রন আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি আলোচ্য ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ধারা এবং উপ-ধারাসমূহ বিস্তারিত আলোচনাসহ সংশোধিত বিভিন্ন ধারা এবং উপ-ধারাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি তাঁর আলোচনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালার কার্যকর প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নের জন্য বহুমাত্রিক পদক্ষেপ এর বিকল্প নাই বলে উল্লেখ করেন।

আলোচনার এ পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর হতে অংশগ্রহণকারী কমকর্তাগণ আলোচ্য আইন পরিপালনে তাঁদের নিজ-নিজ দপ্তরে বর্তমানে গৃহিত কর্মযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রতিপালনে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় এবং তা থেকে উত্তোরণের উপায় বের করে তা পরবর্তী দিন স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এর কর্মকর্তাগণ উপস্থাপন করবেন -এ সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এর উপস্থাপনা: সভাপতি দ্বিতীয় দিনের শুরুতে কুশল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আরও একবার স্বাগত জানিয়ে কর্মশালা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মো: শরিফুল আলম, পরামর্শক, সিটিএফকে প্রথম দিনের আলোচনাসমূহের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। পূর্বদিনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এর কর্মকর্তাগণ তাঁদের লিখিত উপস্থাপনা কর্মশালায় উপস্থাপন করেন (পরিশিষ্ট 'খ'- তে সংযুক্ত)।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এর কর্মকর্তাগণের উপস্থাপনায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রতিপালনে তাঁদের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তা থেকে উত্তোরণের উপায় বর্ণনাকালে উপস্থিত কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর আলোচনায় আলোচ্য আইন ও বিধিমালা প্রতিপালনে সহায়ক বিভিন্ন কর্মপন্থা আলোচিত হয়। এতে করে আইন ও বিধি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এর করণীয়, সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদানের বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক মতামতসহ প্রত্যেকের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

Global Adult Tobacco Survey (GATS): দু'দিনব্যাপী এ কর্মশালায় প্রদত্ত অনেক তথ্য ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত GATS নির্ভর। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এর কর্মকর্তাগণ হালনাগাদ তথ্য-উপাত্তের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁদের মতে বিশ্ব যেখানে আধুনিক তথ্য-উপাত্ত নির্ভর, যেখানে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ সালে প্রণীত, যেখানে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ সালে পাশ হয়েছে, সেখানে ২০০৯ সালের GATS এর তথ্য বড়ই বেমানান। এছাড়া আলোচ্য GATS এ বর্তমানে প্রচলিত আইন ও বিধি বাস্তবায়নে গৃহিত পদক্ষেপের কোন প্রতিফলন পাওয়া সম্ভব নয় বলে তাঁরা উল্লেখ করে অনতিবিলম্বে পুণরায় GATS করা হলে বর্তমান আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নের প্রতিফলন পাওয়া সম্ভব হবে তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা: সিটিএফকে'র পরিচালক (ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশনস) Mr. Claudio Tanca, নির্ধারিত বিষয়ের উপর তাঁর উপস্থাপনা প্রদান করেন। তিনি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি সাপেক্ষে বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হওয়ার পরবর্তী একটি সফল প্রচারণা নিয়ে আলোচনা করেন। ক্যাম্পেইনটি কোথায় এবং কিভাবে প্রচারিত হবে এবং এর প্রভাব নিয়েও আলোচনা করা হয়। Mr. Claudio তাঁর অপর একটি উপস্থাপনায় "তামাক কোম্পানির কূটকৌশল এবং আগ্রাসী হস্তক্ষেপ" সম্পর্কিত বিষয়টি আইন সিদ্ধ নয় তা জোড়ালোভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বিভিন্ন দেশের উদাহরণের মাধ্যমে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের ভয়াবহতার স্বরূপ উপস্থাপন করেন। জনস্বার্থ রক্ষার্থে মামলা (Public Interest Litigation) তামাক কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সম্ভাব্য অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। কর্মশালার এ পর্যায়ে জনাব হাসান শাহরিয়ার, প্রকল্প সমন্বয়কারী, প্রজ্ঞা, তামাক কোম্পানীর বহুবিধ কূট-কৌশল সম্পর্কিত একটি সুন্দর উপস্থাপনা প্রদান করেন -যাতে তামাক কোম্পানি কিভাবে কর বৃদ্ধির সরকারি প্রচেষ্টাকে ভন্ডুল করতে সক্ষম হয়েছে তার কিছু দালিলিক প্রমাণাদি প্রতিফলিত হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ফ্রেমওয়ার্ক এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা: বন্দনা শাহ, পরিচালক, দক্ষিণ এশিয়া প্রোগ্রাম (সিটিএফকে) তামাক নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন ফ্রেমওয়ার্ক এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে জনাব মোঃ শরিফুল আলম বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন সম্পর্কিত উপস্থাপনা তুলে ধরেন। একই সাথে এই ফ্রেমওর্য়াক এর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের সাথে জড়িত স্টেকহোল্ডারগণ কিভাবে আইন বাস্তবায়নে নিজ নিজ ভূমিকা রাখবেন সে সম্পর্কে একটি অংশগ্রহণমূলক আলোচনার সূত্রপাত করেন। এ আলোচনায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধনের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে বলে উপস্থিত সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন।

Smoke Free Compliance Survey in Bangladesh: আলোচনার এ পর্যায়ে Mr. Claudio পুণরায় "Smoke Free Compliance Survey in Bangladesh" শীর্ষক উপস্থাপনা প্রদান করেন এবং উক্ত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত মূল তথ্যসমূহ কর্মশালায় তুলে ধরেন।

Compliance Survey as Strengthening and Monitoring Tool for Implementation of Tobacco Control Law: এনভায়রনমেন্ট কাউন্সিল (ইসি) বাংলাদেশের প্রকল্প সমন্বয়ক ফারহানা হক অভি, "Compliance Survey as Strengthening and Monitoring Tool for Implementation of Tobacco Control Law" এর উপর একটি তথ্যবহুল উপস্থাপনা তুলে ধরেন। আলোচনায় তিনি Compliance Survey থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কিভাবে আরও সফলতার সাথে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, ও মূল্যায়ণ করা যায় সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন।

কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (Authorized Officer) হিসেবে অন্তর্ভুক্তি: তথ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি তাঁদের যথাযথ কর্মকর্তাকে আলোচ্য আইনের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (Authorized Officer) হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান।

তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের উপর করারোপ: তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির বিষয়ে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের অনুরোধে প্রতিবছর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর বৃদ্ধি করে আসছে এবং এ ধারা বলবৎ থাকবে বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপস্থিত প্রতিনিধিগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়ন: ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নে উপস্থিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহের সিনিয়র কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্নিত বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন:

- জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে;
- আলোচ্য আইন সম্পর্কে সরকারি পর্যায়ে সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর/বিভাগকে অবহিতকরণসহ আইন পরিপালনে সচেষ্ট হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- 'ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ' Abstain from Smoking, it is a punishable offence' সম্বলিত সতর্কবাণী আইনানুযায়ী পাবলিক প্লেস/পাবলিক পরিবহনের দৃশ্যমান স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রদর্শন করতে হবে;
- সরকারি/বেসরকারি কোন দপ্তরে কোনরূপ ashtray রাখা যাবে না;
- দপ্তর প্রাঙ্গনকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করতে হবে, তবে ক্ষেত্র বিশেষে আইনানুগ ধূমপানের স্থান নির্দিষ্টকরণ করা যেতে পারে;
- আঠারো বছরের নীচে কারো নিকট তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা যাবে না বা এরূপ কারো মাধ্যমে বিপণন করানো যাবে না;

- তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের উপর উত্তরোত্তর কর বৃদ্ধি করতে হবে; প্রয়োজনে সারচার্জের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে;
- এই আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে; প্রয়োজনে অন্য যে কোন মোবাইল কোর্টের সাথে সমন্বিতভাবে আলোচ্য মোবাইল কোর্ট সম্পৃক্ত করতে হবে; মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন ভঙ্গকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে আবাসিক হোটেল, রেঁস্তোরা, চেইন-শপ, শপিং মল এবং জড়িত তামাক কোম্পানীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- সামাজিক এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা দ্বারা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়ন বহুলাংশে ত্বরান্বিত করা সম্ভব;
- যে কোন ধরণের ও উপায়ে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণা বন্ধ করতে হবে; কোনরূপ পুরস্কার, পৃষ্ঠপোষকতা, বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি কর্মকান্ড থেকে তামাক কোম্পানীকে কঠোরভাবে বিরত রাখতে হবে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন: সভাপতি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ যেমন, আইন বাস্তবায়নে করণীয় নির্দেশনামূলক পত্র জারী, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, অধিনস্ত দপ্তরসমূহে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান প্রভৃতির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

০৩। সিদ্ধান্তঃ

দুই দিনব্যাপি কর্মশালায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধি বাস্তাবায়নে বিস্তারিত আলোচনা, চ্যালেঞ্জসমূহের বিশ্লেষণ, দিক-নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বসম্মতভাবে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ ও সরাসরি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরকে আলোচ্য আইন বাস্তবায়ন, অগ্রগতি মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের নিমিত্ত একজন Focal Person মনোয়নের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(খ) আলোচ্য আইনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক Focal Person - বৃন্দের সমন্বয়ে প্রতি তিনমাসে অন্তত: একটি সমন্বয় সভার আয়োজন।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়
(গ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচ্য আইন সম্পর্কে সরকারি পর্যায়ে সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর/বিভাগকে অবহিতকরণসহ আইন বাস্তবায়ন ও এর যথাযথ প্রয়োগের নিমিত্ত সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর/বিভাগকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(ঘ) আলোচ্য আইন বাস্তবায়ন ও বলবৎকরণে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি; প্রয়োজনে অন্য যে কোন মোবাইল কোর্টের সাথে সমন্বিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা; আইন ভঙ্গকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে আবাসিক হোটেল, রেঁস্তোরা, চেইন-শপ, শপিং মল এবং জড়িত তামাক কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিশেষ মোবইিল কোর্ট পরিচালনা।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(ঙ) সচিবালয়ের অভ্যন্তরে আইন অনুযায়ী সতর্কবাণী দৃশ্যমান বিভিন্ন স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রদর্শন, অফিস কক্ষ ও দপ্তর প্রাঙ্গণে ধূমপান নিষিদ্ধকরণ, সচিবালয়ের অভ্যন্তরে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধিমালা প্রয়োগে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান, জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(চ) কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে আইনী সহায়তা প্রদান, মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশী সহায়তা, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে আইন বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
(ছ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণে বিশেষ বরাদ্দ/কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন জনসচেতনামূলক প্রচার প্রচারণার এবং পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত সকল দপ্তর, অধিদপ্তরে আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় বাজেট বরাদ্দ, আলোচ্য আইন বাস্তবায়নে যে কোন দপ্তর কর্তৃক গৃহিত আইনী সহায়তা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরের/বিভাগের অনুরোধে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাজেট বরাদ্দ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়।
(জ) তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে প্রতিবছর কর বৃদ্ধিকরণ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
(ঝ) তামাক ও তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদনে কোনরূপ প্রণোদনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান না করে তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণে আলোচ্য আইন অনুয়ায়ী নীতিমালা প্রণয়ন।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়।
(ঞ) স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্ত সকল দপ্তর, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ -এ আইনানুযায়ী নির্দিষ্ট সর্তকবাণী প্রদর্শন, স্ব-স্ব দপ্তর প্রাঙ্গন ধূমপানমুক্ত ঘোষণা, স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আলোচ্য আইনে যথাযথ দায়িত্বপালন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, আলোচ্য আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নে বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ এবং সর্বোপরি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ধূমপানমুক্ত গাইডলাইন গ্রহণ ও নিজস্ব অর্থায়নে তা বাস্তবায়ন।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
(ট) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় পরিদর্শনের চেকলিষ্টে ধূমপানমুক্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ এবং আলোচ্য আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে পরিপালিত হওয়ার বিষয়টি বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ কর্তৃক নিশ্চিতরণ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(ঠ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও ধূমপান সংক্রান্ত দৃশ্য টেলিভিশনে প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ, তবে সিনেমা প্রচারের ক্ষেত্রে আইন ও বিধির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকল ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া দপ্তরকে ধূমপানমুক্তকরণ।	তথ্য মন্ত্রণালয়
(ড) বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কর্তৃক আইনে বর্ণিত 'ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ' Abstain from Smoking, it is a punishable offence' সম্বলিত সর্তকবাণী পাবলিক পরিবহনের অভ্যন্তরে প্রদর্শনপূর্বক আইন বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং গাড়ীর ফিটনেস পরিদর্শনের সময় আবশ্যকীয়ভাবে উপর্যুক্ত সতর্কবাণী প্রদর্শিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি
(ঢ) সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর/বিভাগ/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, Focal Person -বৃন্দ, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং সংশ্লিষ্ট আন্তজার্তিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।	জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

০৪। সভাপতি দু'দিনব্যাপি কর্মশালাটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য উপস্থিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এর কর্মকর্তাগণ, সিটিএফকে দক্ষিণ এশিয়া প্রোগ্রামের পরিচালক বন্দনা শাহ, সিটিএফকে এর পরামর্শক জনাব মোঃ শরিফুল আলম, দি ইউনিয়নের টেকনিক্যাল কন্সালটেন্ট এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, উপস্থিত বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণসহ আয়োজক জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের কর্মকর্তাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অত:পর সভাপতি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এর সক্রিয় অংশগ্রহণে একটি ধূমপানমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে কর্মশালার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৬/০৭/২০১৫

(রোকসানা কাদের)
অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ফোন : ৯৫৪০৬৩৭

স্মারক নং-স্বাপকম/এনটিসিসি/আইন ও বিধি বাস্তবায়ন/২০১৫/ তারিখঃ ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২. অতিরিক্ত সচিব (সিপিটি), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. জনাব এস এম এহসান কবীর, অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. জনাব ফারুক আহমেদ, যুগ্ম-সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, যুগ্ম-সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. বেগম সেলিমা আকতার বানু, যুগ্ম-সচিব (উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. ড. মোঃ আব্দুর রৌফ, যুগ্ম-সচিব (পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. জনাব আবুল বাশার মোঃ আরশাদ হোসেন, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. জনাব গৌতম কুমার ঘোষ, যুগ্ম-সচিব (চলচিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. জনাব এ.কে.এম. জাকির হোসন ভুঞা, যুগ্ম-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২. জনাব কাজী আসাদুজ্জামান, উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. জনাব মোহাম্মদ মানজারুল মান্নান, উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪. জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল হুসেন, উপ-সচিব (প্রেস-১), তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫. জনাব মোঃ শরিফুল আলম, উপ-সচিব (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও পরামর্শক, সিটিএফকে।
২৬. জনাব মোঃ আমিন উল আহসান, উপ-সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭. বেগম ইসরাত চৌধুরী, উপ-সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮. জনাব মুহাম্মদ শওকত আলী, সচিব (যুগ্ম সচিব), বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৯. জনাব মোঃ সামছুল ইসলাম, অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট. ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা।
৩০. জনাব মোঃ জুয়েল আহমেদ, অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট. সিলেট।
৩১. জনাব মোঃ রেজাউল করিম, উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর), এসএমপি, সিলেট।
৩২. প্রফেসর সোহেল রেজা চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অব ইপিডিমিওলজি এন্ড রিসার্চ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট, মিরপুর, ঢাকা।
৩৩. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, কারিগরি পারামর্শক, দি ইউনিয়ন।
৩৪. জনাব ইকবাল মাসুদ, উপ-পরিচালক, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৩৫. ফারহানা হক অভি, প্রকল্প সমন্বয়ক, ইসি বাংলাদেশ।
৩৬. জনাব হাসান শাহরিয়ার, প্রকল্প সমন্বয়ক, প্রজ্ঞা, ঢাকা।
৩৭. ডাঃ শেখ মুহাম্মদ মাহবুবুস সোবহান, প্রোগ্রাম অফিসার, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩৮. জনাব মোঃ মীর নবীন একরাম, প্রোগ্রাম অফিসার, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্যঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২. অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩. অফিস কপি।

(মোঃ আজম-ই-সাদত)
উপ-সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)
ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার (টোব্যাকো কন্ট্রোল)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৯৫৪০৭৮৭